"হোলী শব্দের অর্থ-স্বরূপে স্থিত হওয়া অর্থাৎ বাবার সমান হওয়া"

আজ বাপদাদা চারিদিকের নিজের হোলিয়েস্ট, হাইয়েস্ট আর রিচেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বাচ্চাদেরকে দেখছিলেন। কেউ সাকারে সম্মুখে আছে, বা দূরে বসেও হৃদয়ের সমীপে আছে - চারিদিকের বাচ্চাদেরকে দেখে প্রফুল্লিত হচ্ছিলেন। প্রত্যেক বাচ্চা এমন হোলিয়েস্ট তৈরী হয় যে সমগ্র কল্পে আর কেউ এইরকম মহান পবিত্র আত্মা না হয় আর না হতে পারবে। বিভিন্ন সময়ে ধর্ম আত্মারা, মহান আত্মারা পবিত্র ছিল কিন্তু তাদের পবিত্রতা আর তোমাদের পবিত্রতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে । এই সময় তোমরা পবিত্র হয়ে উঠছো, এই পবিত্রতার প্রাপ্তি বা প্রালব্ধ ভবিষ্যতের অনেক জন্ম পর্যন্ত তন-মন-ধন, সম্বন্ধ, সম্পর্ক আর সাথে আত্মাও হল পবিত্র। শরীরও পবিত্র আর আত্মাও পবিত্র - এইরকম পবিত্রতা তোমরা আত্মারা প্রাপ্ত করে থাকো। মন-বাণী-কর্ম তিনটিতেই পবিত্র হওয়ার কারণে এইরকম প্রালব্ধ প্রাপ্ত হয়। তো তোমরা হলে এইরকম হোলিয়েস্ট আত্মা। নিজেকে এইরকম শ্রেষ্ঠ হোলিয়েস্ট আত্মা মনে করো? এখন হয়ে গেছো নাকি তৈরী হচ্ছো? তৈরী হওয়া সহজ নাকি অল্প একটু কঠিন মনে হয়? কিন্তু কল্প পূর্বেও তৈরী হয়েছিলে আর এখনও হতেই হবে। পাক্কা নাকি অল্প একটু চলে? না। স্বপ্ন মাত্রেও অপবিত্রতা সমাপ্ত হতেই হবে, এতটা নিশ্চয় আছে তাই না যে আজ তৈরী হচ্ছ আর কাল হয়েই যাবে। তো হোলিয়েস্টও আছো আবার হাইয়েস্টও আছো।

উঁচুর থেকেও উঁচু বাবার বাচ্চা, তোমরাও হলে উঁচুর থেকেও উঁচু। হাইয়েস্ট তৈরী হও তাই পূজা করা হয়। যদিও আজকালকার হাইয়েস্ট আত্মারা, সকামী রাজা ছিল, এখন তো নেই। প্রেসিডেন্ট হোক বা প্রাইম মিনিস্টার, কিন্তু তারা পূজ্য হয় না। তোমাদের অর্থাৎ পূজ্য হতে থাকা আত্মাদের সামনে পূজারী হয়ে তারা নমস্কার আর পূজা করে। এখনও স্বরাজ্য অধিকারী হচ্ছ আর ভবিষ্যতেও রাজাদেরও রাজা হবে। তো এইরকম হাইয়েস্ট পদ প্রাপ্ত করছো আর তারসাথে রিচেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড-ও আছো। তোমাদের টাইটেলই হল পদ্মা-পদ্মপতি। আর এতই খাজানা আছে যে অরবপতি, খরবপতি, অরব-খরবের থেকেও এত পরিমান খাজানা প্রাপ্ত হবে না। তোমাদের শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে বাবা এমন ভাগ্য বানাচ্ছেন যে অনুভব করতে পারো আর বর্ণনাও করে থাকো যে আমাদের প্রত্যেক কদমে পদম আছে। কদমে পদম আছে নাকি একশ আছে, হাজার আছে? এইরকম কোনও বড় থেকেও বড় মিলিওনেয়ার (কোটিপতি)-ও এতটা উপার্জন করতে পারবে না। কদমে কত সময় লাগবে? কদম ওঠাও, কত সময় লাগে? সেকেন্ড। চলো দুই সেকেন্ড বলে দাও। যদি দুই সেকেন্ডও বলো তো দুই সেকেন্ডে পদম, তো সারাদিনে কত পদম হল? হিসাব করো। এইরকম কোনও মিলিওনেয়ার আছে যে একদিনে এত উপার্জন করবে? এমন কেউ আছে? তো তোমরা হলে রিচেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, তাই না! আর তোমাদের কাছে এমনই খাজানা আছে যা আগুনও জ্বালাতে পারবে না, জল ডুবিয়ে দিতে পারবে না, চোর লুট করতে পারবে না, রাজাও কেড়ে নিতে পারবে না। এইরকম খাজানা এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগেই প্রাপ্ত করে থাকো। তো তোমাদের এই স্বমান স্মৃতিতে থাকে? হ্যাঁ কি না? পিছনে যারা বসেছে তারা হাত নাড়াচ্ছে। পিছনে যারা আছো তোমরা আরামে বসে আছো তাই না? রিচেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড মানে আরাম-ই আরাম। বড়-র থেকেও বড় ইউনিভার্সিটিতেও এইরকম কোচ্ (কামরা)-এ তে পড়াশোনা করার জন্য বসে না, কিন্তু তোমরা হলে বেগর টু প্রিন্স। বেগরও আছো আবার প্রিন্সও আছো। সর্বত্যাগ মানে বেগর। সর্ব প্রাপ্তি মানে প্রিন্স। বিনা ত্যাগে এত বড় ভাগ্য প্রাপ্ত হয় না। ত্যাগেরই ভাগ্য প্রাপ্ত হয়। তন-মন-ধন, সম্বন্ধ সবকিছু ত্যাগ করেছো অর্থাৎ পরিবর্তন করেছো। তন 'আমার' এর পরিবর্তে 'তোমার' করেছো। মন, ধন, সম্বন্ধ এক শব্দ পরিবর্তন হওয়ার কারণে ,আমার' পরিবর্তে 'তোমার' করেছো, হল এক শব্দের পরিবর্তন কিন্তু এই ত্যাগের দ্বারাই ভাগ্যের অধিকারী হয়ে গেছো। তো ভাগ্যের তুলনায় এই ত্যাগ কিছুই নয়। ছোট কথা নাকি একটু বড়? কখনও কখনও বড় হয়ে যায়। 'তোমার' বলা মানে বড় কথাকে ছোটো করা আর আমার বলা মানে ছোটো কথাকে বড় করা। যা কিছু হয়ে যাক্, ১০০ টা হিমালয়ের থেকেও বড় সমস্যা এসে যাক কিন্তু 'তোমার' বলা আর পাহাড়কে তুলো বানানো, সর্ষে দানাও নয়, তুলো। যে তুলো সেকেন্ডের ব্যবধানে উড়ে যায়। শুধু 'তোমার' বলে না মানা, কেবল মেনে চলাও নয়। এক শব্দের পরিবর্তন সহজ তাই না! লাভ-ই হয়, লোকসান তো হয় না। 'তোমার' - বলার সাথে সাথে সমগ্র বোঝা বাবাকে দিয়ে দেওয়া। তোমার ব্যাপার তুমিই জানো। তোমরা কেবল হলে নিমিত্তমাত্র। এতে লাভ-ই আছে তাই না? পৃথক আর পরমাত্মার প্রিয় হয়ে গেছো। যারা পরমাত্মার প্রিয় হয় তারা বিশ্বের প্রিয় হয়ে যায়। কেবল ভবিষ্যতের প্রাপ্তি নয়, বর্তমানেও হয়। এক সেকেণ্ডে অনুভব করেওছো আর করে দেখো। কোনও পরিস্থিতি এসে গেলে তোমার বলে দাও, মেনে নাও আর 'তোমার' মনে করে দেখো বোঝা হালকা হয় নাকি হয় না। অনুভব আছে তাই না?

সবাই অনুভাবী বসে আছো তাই না! কি হয়, আমার-আমার বলার অভ্যাস অনেক আছে তাই না, ৬৩ জন্মের অভ্যাস আছে তো তোমার তোমার বলে পুনরায় আমার বলে দাও আর আমার বলে মেনে নাও, তখন সেই পরিস্থিতি তো এক ঘন্টা, দুই ঘন্টা, একদিনে সমাপ্ত হয়ে যায় কিন্তু যেটা 'তোমার' থেকে 'আমার' - করেছো তার ফল দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে। পরিস্থিতি আধঘন্টার জন্য হবে কিন্তু সেটা অনুতাপের রূপে, বা পরিবর্তন করার লক্ষের দ্বারা সেই পরিস্থিতি বারংবার স্মৃতিতে আসতে থাকবে। এইজন্য বাবা সকল বাচ্চাদেরকে বলছেন যে যদি 'আমার' শব্দের সাথে ভালোবাসা আছে, অভ্যাস আছে, সংস্কার আছে, বলতেই হয় তো 'আমার বাবা' বলো। অভ্যাসের দ্বারাই মজবুত হয় তাই না। তো যখনই আমার-আমার আসবে তো আমার বাবা বলে সমাপ্ত করে দাও। অনেক 'আমার'-কে এক 'আমার বাবা'-তে সমাহিত করে দাও।

রাশিয়া থেকে আগত বাচ্চারা একটা করে ডল্ (পুতুল) নিয়ে আসে, তাই না, তো ডলের মধ্যে ডল্.... একটা ডল্ হয়ে যায়। এইরকম তোমরাও এক 'আমার বাবা'-তে অনেক 'আমার' সমাহিত করে দাও, সমাপ্ত। এটা করতে পারো? করে থাকো কিন্তু কখনও কখনও 'আমার'-এর বিস্তারে চলে যাও। এখন 'কখনও-কখনও' আছে, সদা 'আমার', 'তোমার' হয়ে যাওয়াতে নম্বরের ক্রম আছে। নম্বর ওয়ানও আছে, এ-ওয়ান ও আছে কিন্তু তাসত্বেও শেষের নম্বরও আছে। তো হোলী পালন করতে এসেছো তাই না? তো এই মন্ত্র স্মরণ করো আমি বাবার হয়ে গেছি (হো লী)। পরমাত্ম পরিবারের হয়ে গেছি (হো লী)। তো এইরকম হোলী পালন করেছো? এখন কী করতে হবে? এখন পোড়াতে হবে নাকি পুড়িয়ে দিয়েছো? এক্ষেত্রে হ্যাঁ বলছে না, চিন্তা করছে?

দেখো, ভক্তি মার্গে যাকিছু উৎসব পালন করে, স্মরণিক আছে কিন্তু তার কিছু না কিছু অর্থও আছে। প্রথমে পোড়ানো হয় তারপর পালন করে। প্রথমে পালন করা তারপর পোড়ানো নয়। প্রথমে ভষ্ম করো অশুদ্ধিকে, দুর্বলতাকে, খারাপকে পোড়াও তারপর পালন করো। তোমরা তো অনেক আগেই পুড়িয়ে দিয়েছো না, নাকি এখনও একটুখানি ওড়নার অংশ অবশিষ্ট থেকে গেছে? পাণ্ডবরা যে শার্ট বা চোলা ধারণ করে তার কিছু অংশ তো অবশিষ্ট থেকে যায়নি? শাড়ীর কিছু অংশ তো অবশিষ্ট থেকে যায়নি? বাস্তবে দেখো আত্মিক পালন করা আর সেই পালনের দ্বারা শক্তি, অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করা, সেটা তখন করতে পারবে যখন প্রথমে পোড়াবে। মনোরঞ্জনের রূপে পালন করা, সেটা আলাদা জিনিস। এই সঙ্গম যুগ তো হলই মনোরঞ্জনের যুগ, এইজন্য মনোরঞ্জনের রীতিতেও পালন করে থাকো, আরও পালন করো, বেশী করে মনোরঞ্জনপূর্বক পালন করো। কিন্তু পরমাত্মার রঙে রাঙিত হওয়া অর্থাৎ বাবার সমান হয়ে যাওয়া। এটাই হল রঙে রাঙিত হওয়া। যেরকম বাবা হলেন অশরীরী, অব্যক্ত, সেইরকম অশরীরীভাবের অনুভব করা বা অব্যক্ত ফরিস্তাভাবের অনুভব করা - এটা হল রঙে রাঙিত হওয়া। কর্ম করো কিন্তু অব্যক্ত ফরিস্তা হয়ে কাজ করো। অশরীরীভাবের স্থিতি যখন চাও অনুভব করো। এইরকম মন আর বুদ্ধি তোমাদের কন্ট্রোলে থাকবে। অর্ডার করো - অশরীরী হয়ে যাও। অর্ডার করলে আর হয়ে গেলে। ফরিস্তা হয়ে গেলে। যেরকম মনকে যেখানে খুশী যে স্থিতিতে স্থিত করতে চাও, সেখানে সেকেন্ডে স্থিত হয়ে যাও। এমন নয় অনেক সময় লেগে গেলো, ৫ সেকেন্ড লেগে গেলো, ২ সেকেন্ড লেগে গেলো। অর্ডার অনুসারে তো হল না, কন্ট্রোলে তো থাকলো না। যেরকমই পরিস্থিতি হোক, দোলাচল হোক কিন্তু দোলাচলে অচল হয়ে যাও। এইরকম কন্ট্রোলিং পাওয়ার আছে? নাকি চিন্তা করছো - অশরীরী হয়ে গেছি, অশরীরী হয়ে গেছি, তাতেই সময় চলে যাবে? কিছু কিছু বাচ্চা অনেক ভিন্ন-ভিন্ন পোজ্ পরিবর্তন করতে থাকে, বাবা দেখতে থাকেন। চিন্তা করে অশরীরী হয়ে যাবো, তারপর চিন্তা করে অশরীরী মানে আত্মা রূপে স্থিত হওয়া, হ্যাঁ আমি হলাম-ই তো আত্মা, শরীর তো নই, আমি হলাম-ই আত্মা। আমি এসেইছিলাম আত্মা হয়ে, হতেও হবে আত্মা... এখন এই চিন্তাতে অশরীরী হলে নাকি অশরীরী হওয়ার যুদ্ধ করলে? নিজের মনকে অর্ডার করলে - সেকেন্ডে অশরীরী হয়ে যাও, এটা তো বলোনি যে চিন্তা করো- অশরীরী কি? কখন হবে, কিভাবে হবে? অর্ডার তো পালন করেনি, তাই না! কন্ট্রোলিং পাওয়ার তো হল না, তাই না! এখন সময় অনুসারে এই অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা আছে। যদি কন্ট্রোলিং পাওয়ার না থাকে তাহলে যেকোনও পরিস্থিতি দোলাচলে নিয়ে আসতে পারে। এইজন্য এক হোলী শব্দই স্মরণ করো তাও ঠিক আছে। হোলী - অতীতকে বিন্দু লাগানো আর হো লী অর্থাৎ বাবার হয়ে গেছি। আর কি হয়েছি? হোলী অর্থাৎ পবিত্র আত্মা হয়ে গেছি। এক শব্দ হোলী স্মরণ করো তো এক হোলী শব্দের তিন অর্থ ইউজ্ করো, বর্ণনা করবে না, হ্যাঁ হোলী মানে অতীতকে বিন্দু লাগানো। হ্যাঁ পাস্ট ইজ্ পাস্ট - এটা চিন্তা করতে থাকবে না, বর্ণনা করতে থাকবে, তা নয়। অর্থ স্বরূপে স্থিত হয়ে যাও। চিন্তা করলে আর হয়ে গেলে। এরকম চিন্তা করোনি তো চিন্তা করতেই থাকো। না। যে চিন্তা করেছিলে সেটা হয়ে গেছে, তোমরা তৈরী হয়ে গেছো, স্থিত হয়ে গেছো।

(বাপদাদা ড্রিল করালেন) এখন সময় অনুসারে তোমরা প্রত্যেকে নিমিত্ত হয়েছো, সদা স্মরণ আর সেবাতে রত থাকা আত্মাদেরকে স্ব-পরিবর্তনের দ্বারা বিশ্ব-পরিবর্তনের ভায়ব্রেশন পাওয়ারফুল আর তীব্রগতিতে বাড়াতে হবে। চারিদিকে মনের দুঃখ আর অশান্তি, মনের অস্থিরতা অত্যন্ত তীব্র গতিতে বেড়ে চলেছে। বাপদাদার বিশ্বের আত্মাদের উপর করুণা হয়। তো যত যত তীব্র গতিতে দুঃখের ঢেউ বৃদ্ধি পাচ্ছে ততই তোমরা সুখদাতার বাচ্চারা নিজের মন্সা শক্তির দ্বারা, মন্সা সেবা এবং সকাশের সেবার দ্বারা, বৃত্তির দ্বারা চারদিকে সুখের অঞ্জলীর অনুভব করাও। বাবাকে তো আহ্বান করেই কিন্তু তোমাদেরকে অর্থাৎ পূজ্য দেব আত্মাদেরকেও কোনও না কোনও রূপে আহ্বান করতে থাকে। তো হে দেব আত্মারা, পূজ্য আত্মারা নিজের ভক্ত আত্মাদেরকে সাকাশ দাও। সায়েন্টিস্টরাও চিন্তা করে এমন ইন্ভেনশন (আবিষ্কার) বের করবো যার দ্বারা দুঃখ সমাপ্ত হয়ে যায়, সাধন সুখের সাথে সাথে দুঃখও দেয় কিন্তু দুঃখ না হয়, কেবল সুখই প্রাপ্ত হয়, সে বিষয়ে চিন্তা অবশ্যই করে। কিন্তু নিজ আত্মাতে অবিনাশী সুখের অনুভব নেই তো অন্যদেরকে কিভাবে দিতে পারবে। কিন্তু তোমাদের সকলের কাছে সুখের, শান্তির, নিঃস্বার্থ সত্যিকারের ভালোবাসার স্টক জমা আছে। জমা আছে নাকি যতটা একত্রিত করছো ততটাই খরচা হয়ে যাচ্ছে? এটাও চেক করো জমা তো হয় কিন্তু জমার সাথে সাথে খরচ তো হয়ে যাচ্ছে না? জ্ঞানের খাজানা তো খরচ করলে বৃদ্ধি পায়, কম হয় না। যদি বারংবার নিজেরই স্বভার সংস্কার বা মায়ার দিক থেকে আগত সমস্যাগুলিতে নিজের শক্তিগুলি ইউজ্ করো তো জমার খাতা কম হয়ে যায়। তো চেক করো - জমা করেছি কিন্তু খরচও করেছি, বাকী অ্যাকাউন্ট কত থাকলো? উপার্জন করলে আর ব্যয় করলে, এমন তো হয় না? দুইদিন উপার্জন করলে আর একদিনে এত পরিমান ব্যয় করলে যে জমা করা শক্তিও খরচ করতে হল। এইরকম অ্যাকাউন্ট তো নয়? এরকমভাবেই উপার্জন করলে আর ব্যয় করলে বা নিজের প্রতিই লাগিয়ে সমাপ্ত করলে তো ২১ জন্মের জন্য জমা কী করলে? জমা করলে তো খুশী হয় কিন্তু খরচের হিসেব যদি না বের করো তাহল অসময়ে ধোঁকা খেয়ে যাবে। জমার খাতাও দেখো কিন্তু সাথে-সাথে নিজের প্রতি খরচ কতটা করছো। অন্যদেরকে কোনও গুণ দিয়েছো, শক্তি দিয়েছো, জ্ঞানের খাজানা দিয়েছো সেটা খরচ নয়, সেটা জমার খাতাতে জমা হয় কিন্তু নিজের প্রতি সময়ে-সময়ে খরচ করেছো তো খাতা খালি হয়ে যায়। এইজন্য ভালো বিশাল বুদ্ধির সাথে চেকিং করো। জমার খাতা অনেক লম্বা-চওড়া চাই। আছে সহজ, যদি প্রত্যেক কদমে পদম জমা করতে থাকো তো জমার অ্যাকাউন্ট অনেক বড় হয়ে যাবে। তো চেক করো যে প্রত্যেক কর্ম বা কদম ব্রহ্মা বাবার সমান ছিল? অনুভবী আছো, যখন কোনও ভালো কর্ম করো তো কর্মের ফল সেইসময়েই প্রত্যক্ষরূপে খুশী, শক্তি আর সফলতার কারণ ডবল লাইট থাকো কেননা স্মরণে থাকে যে বাবার সাথে কর্ম করেছি। আর যদি এখন কোনও বিকর্ম হয় তো তার অনুশোচনা অনেক লম্বা হয়। সেইজন্য এখন কোনও বিকর্ম যেন না হয়, সেই সময় এখন অতীত হয়ে গেছে, কিন্তু এখন কোনও ব্যর্থ সংকল্প বা ব্যর্থ কর্ম, ব্যর্থ কথা, ব্যর্থ সম্বন্ধ-সম্পর্কও যেন না হয়। কেননা ব্যর্থ সম্বন্ধ-সম্পর্কও অনেক ধোঁকা দেয়। যেরকম সঙ্গ সেরকম রঙ লেগে যায়। কোনও কোনও বাচ্চা খুব চতুর, বলে যে - আমি তো সঙ্গ দিই না কিন্তু তারা আমাকে ছাড়ে না, আমি সঙ্গ করি না আর তারাও আমাকে ছাড়ে না। তো তোমরা কি কিনারা করতে পারো না? যদি কেউ খারাপ জিনিস দেয় তো তোমরা নাও কেন! গ্রহীতা যদি না নেয় তাহলে দাতা কি করবে? এইজন্য ব্যর্থ সম্বন্ধ আর সম্পর্কও অ্যাকাউন্ট খালি করে দেয়। আর সেই সময় অন্তরে হৃদয়ে অনুশোচনাও হয়, হৃদয় দুঃখী হয়ে পড়ে - এটা করা উচিৎ নয়। করা উচিত নয় তবুও করে ফেলে। শোনা উচিত নয় কিন্তু শুনিয়ে দিলে কি করবো! কিন্তু যদি পুরুষার্থী হও তাহলে ব্যর্থ কর্মও যেন না হয়। অলস হলে তার কথাই বাদ দাও, তারপর আরামের সাথে শুয়ে পড়ো, ত্রেতাতে চলে আসবে। কিন্তু যদি পুরুষার্থ করো তো সেই সময় হৃদয়ে আসবে, অনুশোচনাবোধ জন্মাবে যে এটা করা উচিৎ হয় নি তথাপি করতে থাকে তো বাপদাদা বলবেন যে এইরকম বাচ্চারাও কামাল করে দেখাচ্ছে। না চাইতেও করতে থাকে, অনুশোচনা হতে থাকে আবার শুনতেও থাকে, করতেও থাকে, তো অনেক পাওয়ারফুল আত্মা! এইজন্য ব্যর্থের উপরের অ্যাটেন্শান দিয়ে চেকিং করো। আচ্ছা।

চারিদিকের হোলিয়েস্ট আত্মাদেরকে, সদা হাইয়েস্ট স্থিতিতে স্থিত থাকা হাইয়েস্ট আত্মাদেরকে, সদা সর্ব খাজানাতে সম্পন্ন রিচেস্ট আত্মাদেরকে, সদা প্রত্যেক কদমে পদম জমা করা, বাবার সমান হতে থাকা শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে, সদা দয়াবান, ক্ষমার সাগরের বাচ্চা মাস্টার ক্ষমাপ্রদানকারী আত্মাদেরকে, বিশ্বের দুঃখী আত্মাদেরকে সকাশ দ্বারা সুখ-শান্তির অঞ্জলী প্রদানকারী আত্মাদেরকে, প্রত্যেক সময়ে নিজের জমার খাতাতে ভরপুর থাকা অতি তীব্র পুরুষার্থী আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর নমস্কার।

বরদানঃ- হোলী শব্দের অর্থকে জীবনে ধারণ করে পুরুষার্থের স্পীডকে দ্রুতকারী তীব্র পুরুষার্থী ভব

হো লী অর্থাৎ যে কথা/ঘটনা হয়ে গেছে, যা অতীত হয়ে গেছে তাকে একদম সমাপ্ত করে দেওয়া। অতীতকে বিন্দু লাগিয়ে এগিয়ে যাওয়া, এটাই হল হোলী পালন করা। অতীতে হয়ে যাওয়া কথা এমন মনে হবে যেন বহু পুরানো অনেক জন্মের কথা, যখন এইরকম স্থিতি হয়ে যাবে তখন পুরুষার্থের স্পিড দ্রুত হবে। তো

নিজের বা অন্যদের অতীতে হয়ে যাওয়া কথাকে কখনও চিন্তনে আনবে না, চিত্ততে রাখবে না, আর বর্ণনা তো কখনও করবে না, তবেই তীব্র পুরুষার্থী হতে পারবে।

স্লোগানঃ- আমার আমার ভাবের অনেক আত্মীয়তাকে সমাপ্ত করাই হলো ফরিস্তা হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;